স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ স্থযোগ ও স্থবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল স্থনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 26th Feb. 1964 { ৩৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

রূপের কথা ও গুণের কথা

—॰—

"আস্তি কথায় দেবতা তুষ্ট। তাতে কিন্তু মানুষ রুষ্ট।" স্বরূপ বর্ণন করিলে তাহাতে দেবতাদের আনন্দ হয়—যেমন খর্ব্বং (বেঁটে) স্থূলতনুং (মোটা দেহ) গজেন্দ্রবদনং (হাতী মুখো) লম্বোদরং (পেট মোটা)—এই সব কথা গণেশ তাঁর ধ্যান ব'লে গ্রহণ করেছেন।

যদি কোন মানুষকে বলা হয়—

আখাম্বা লম্বা শুকনো চিম্‌সে,
পক্ক-গুম্ফ-ধারণ,
বার্ত্তাবাহী নগ্নদেহ,
অনাবৃত চরণ,
কেশব-ধৃত নিন্দুকরূপ জয় জগদীশ হরে।

যে মানুষের সঙ্গে এই বর্ণনা মিলিয়া যাইবে, সে রাগিয়া উঠিবে। কিন্তু জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যাহা হয় মুখখানি তেমনি হইবে।

গোদাবরী নদীর তীরে চেলাটক নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় এক রজকের পুত্র মাদ্রী ও ভদ্রী নামে দুটী গর্দ্দভীর পৃষ্ঠে কাপড় বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়া গোদাবরীতে 'শুষ্ শুষ্' শব্দ করিয়া কাপড় কাচিত। নদীর ধারে এক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোল ছিল। তাঁহার ছাত্রগুলি এই রজক নন্দনের সমবয়স্ক। সমবয়স্কদিগকে পড়িতে দেখিয়া তাহারও লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ জন্মিল। সে কাপড় কাচা শেষ করিয়া ভট্টাচার্য্যের টোলে গিয়া বসিতে লাগিল। কাণে শুনিয়া অনেক শ্লোক শিখিয়া ফেলিল দেখিয়া, হীন জাতি হইলেও উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অধ্যাপকের যত্নে ও নিজের পরিশ্রমে সে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া উঠিল। পণ্ডিত হইলে কি হয়, ধোপার ছেলে বলিয়া দেশে কেহই তাহাকে আদর করিত না। সেইজন্য সে দূর বিদেশে গিয়া নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিল। সেই দেশের রাজা খুব গুণ-গ্রাহী ছিলেন, তিনি ঐ ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং উহাকে ক্ষত্রিয় জানিয়া, তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে রাজার পুত্র-সন্তান না থাকায়, তিনি মৃত্যুকালে সেই জামাতাকে রাজপদ প্রদান করিলেন। ধোপার ছেলে রাজা হইল বটে, কিন্তু স্বভাব ছাড়িতে পারিল না। তাহার কাপড় পেটা অভ্যাস ছিল, সেই অভ্যাসে লোকজনকে পিটিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া রাজ-কন্যাকে যখন তখন প্রহার করিত। রাজকন্যা মনোদুঃখে জীবন্মৃতা হইয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

তৎপরে এই ধোপা রাজা যে ভট্টাচার্য্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল, তিনি ঘটনাক্রমে তাহার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিবামাত্র তাঁহার ছাত্র রজক-রাজাকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। নিজেকে সকলের নিকট দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিলেন।

রাজকন্যা দৈবজ্ঞের সহিত দেখা করিয়া নিজের স্বামী কর্ত্তৃক নির্য্যাতনের কথা বলিলেন। দৈবজ্ঞ রাজার কুলের কথা বর্ণনা করিয়া এক সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া রাজকন্যাকে দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যখন সেই দুর্ব্বৃত্ত তোমাকে প্রহার করিতে আসিবে, এই মন্ত্রটী পাঠ করিলে সে স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

শ্লোকটী—

স্মর চেলাটক গ্রামং স্মর গোদাবরী নদীং।
স্মর মাদ্রীঞ্চ ভদ্রীঞ্চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ।

বঙ্গানুবাদ—

চেলাটক গ্রাম যেন থাকে হে স্মরণ,
গোদাবরী নদী না ভুলিও কদাচন,
মাদ্রী ভদ্রী দ্বিগর্দ্দভী ভুলিবে কেমনে?
শুষ্ শুষ্ শব্দ যেন থাকে তব মনে।

সত্য সত্যই যে দিন ধোপা-রাজা রাজকন্যাকে মারিতে উদ্যত হইল, তাহার মুখে এই শ্লোক শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ সর্পবৎ অচল হইয়া রহিল। দুর্ব্বৃত্তগণের ঔষধই এই।

ভক্তের দানাপানি ব্যাপারে বীণাপাণির সুযুক্তি

নানা স্থানে খেয়ে পূজা
বীণাপাণি শ্বেতভুজা
ফিরিলেন আপন মন্দিরে।

ভক্তেরে উত্তর দিতে
নিরিবিলে এক চিতে
পত্র লিখিলেন ধীরে ধীরে।

পরম কল্যাণবর,
অস্থির হইয়া বড়
সেদিন দিয়েছ লজ্জা মোরে

দারিদ্র্য করিতে অস্ত
করতে চাও জীবনাস্ত
কেন ভ্রান্ত যাবি শুধু ম'রে?

মনে করিওনা দুঃখ
সত্যকথা হবে রুক্ষ
সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখ মনে—

আমি বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী,
নহি কিন্তু বিত্ত-দাত্রী,
মাতৃনিন্দা কর কি কারণে?

দেবদেবী আছে যত,
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে রত,
ডিপার্টমেন্ট ভাগ করা আছে—
লেখাপড়া গীতবাদ্য
শেখানো আমার সাধ্য
আর কিছু নাই মোর কাছে।

ধন ধান্য চাহে যেবা,
লক্ষ্মীর করুক সেবা
ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট তাঁর
সে যদি আদেশ করে
পৌছাইয়া দিবে ঘরে
যক্ষরাজ—কুবের পোদ্দার।

আমার ডিপ্লোমা বলে
কোনরূপে দিন চলে,
শাক অন্ন হয় কায় ক্লেশে
যদি বাড়ে পরিবার
খাইবার পরিবার
অবশ্য হইবে কষ্ট শেষে।

আফসোসে কিবা হবে?
বৌ-মারে আনো যবে
প্রজাপতি দেব করুণায়
ডিপ্লোমার জোরে মোর,
কত টাকা বাবা তোর
নিয়েছিল বধিয়া বেয়াই!

সে টাকার সুদ ধর,
বেতনটি যোগ কর
কম টাকা হবে না তাহাতে—
তা না ক'রে টাকাগুলি
উড়াইলে যেন ধূলি,
প্রোসেসনে আর বৌ-ভাতে!

পরের চোকের জল,
ফেলার ফলিল ফল,
থাকিল না ব্যাটা বেচা টাকা।
অন্য লোকে দুঃখ দিয়ে,
ফাটাইয়া তার হিয়ে
দেখেছ কি কারো সুখে থাকা?

জোটায়ে আমি তোমায়
দিই নাই বৌ-মায়,
ঘটন ঘটালে প্রজাপতি
কাচ্চা-বাচ্চা একপাল
জুটাইয়া যে জঞ্জাল,
ষষ্ঠী দেবী দিল এ দুর্গতি।

ভোগ ও বিলাস আদি,
সে সব তো কৃত ব্যাধি
গতানুগতিক হ'য়ে নিলে।
চা, চুরুট আদি যত
ফ্যাসান শিখিয়া কত,
ডুবে মরো স্বখাদ সলিলে।

আর দেখ চারি যুগে,
মোর ভক্তগণ ভুগে,
দৃষ্টান্ত রয়েছে বহু তার।
বেদব্যাস, কালিদাস
কাশীরাম কৃত্তিবাস,
সুখে দিন চলেছে কাহার?

দরিদ্র মাইকেল মধু
কষ্টে দিন কাটি শুধু
তনু ত্যাগ করে হাসপাতালে,
পুত্র মোর হেমচন্দ্র—
সেও হ'য়েছিল অন্ধ,
সুখ পেয়েছিল কোন্ কালে?

সুকবি রজনীকান্ত
তাহারও হলো দেহান্ত
মেডিক্যাল কলেজ কটেজে।
আমার সেবক যারা,
অভাবে ভুগিছে তারা,
আমারই অদৃষ্ট বাপ সে যে।

যদি বল বিশ্বকবি—
ধনী সে রবীন্দ্র রবি,
জন্মেছে সে ধনীর প্রাসাদে।
যদি বল এই ছেলে
নোবেল প্রাইজ পেলে
জানো বাপ জলে জল বাঁধে।

আর দেখাইবে যাহা
এন্ চন্দ্র, এন্ লাহা,
মোর কিছু নাই তাতে হাত।
তাদের ভাগ্যের গুণ—
লইয়া সিলভার-স্পুন্
জন্মিয়া পেয়েছে দুধ ভাত।

বড় চাকরী করে যারা
যদি বল সুখী তারা
মিছে কথা এটা তোর ভুল।
পরের গোলামী করা—
সব তারা জ্যান্তে মরা,
সকলেই তোর সমতুল।

পরের পয়জার নিয়ে
স্বাধীনতা বিকাইয়ে
সুখে কভু থাকা কিরে যায়?
আজ গেল রঙপুরে
কাল এলো ঢাকা ঘুরে
পরশু পাঠালো খুলনায়।

কাহারে সুখী বলিস্?
কেউ উনিশ, কেউ বিশ,
এক ক্ষুরে মাথা সব মোড়া।
কৈফিয়ৎ আছে যার,
কোন্ খানে সুখ তার
কেহ গাধা কেউ ছ্যাকড়া ঘোড়া।

টাকায় হইলে সুখ
অনেকের যেতো দুখ,
সুখ কিরে বাজারে বিকায়?
সন্তোষ থাকিলে মনে.
সুখী হয় দীন জনে,
রাজার প্রাসাদে যাহা নাই।

দেখরে উদাহরণ
শিবের ক্ষুধাহরণ,
ভিক্ষার তণ্ডুলে হয়ে যায়।
অন্নপূর্ণা তাঁর ঘরে
অন্ন দেন ক্ষুধাতুরে
ইন্দ্রালয়ে অন্নদান নাই।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

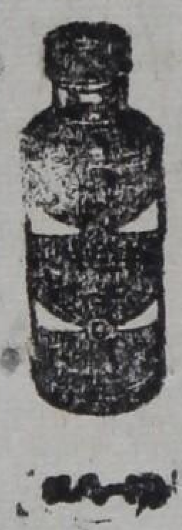

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

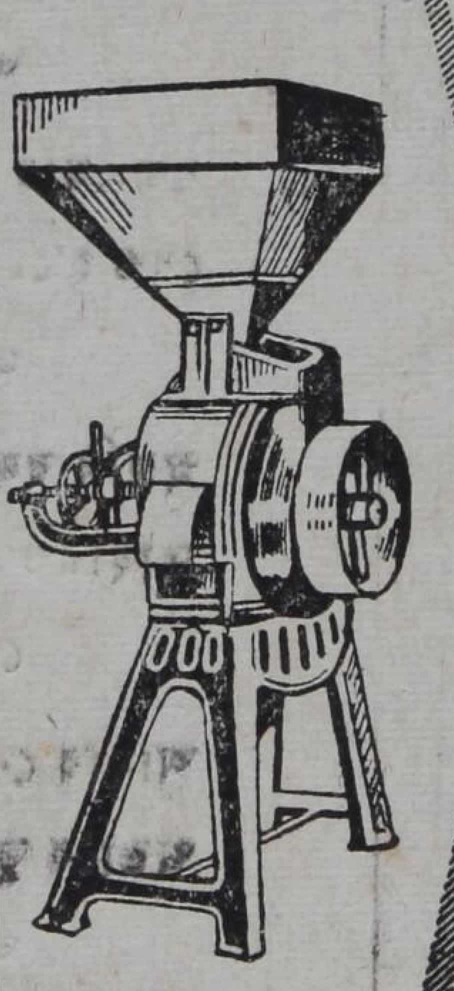

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

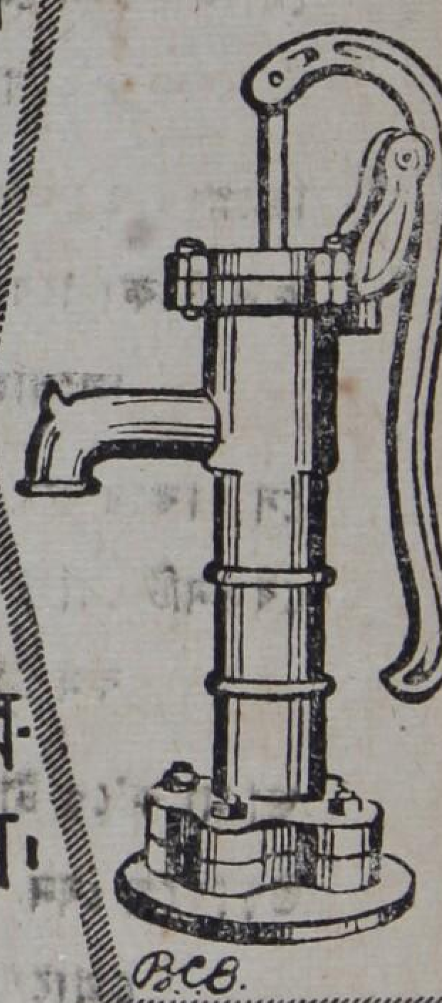

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।